সংবাদ

তারিখ 04 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

সৈয়দপুরে উৎসব ভাতা পাননি ১৫শ' শিক্ষক কর্মচারী

প্রতিনিধি, সৈয়দপুর (নীলফামারী)

সৈয়দপুরে এমপিওভুক্ত এক হাজার পাঁচশত শিক্ষক কর্মচারী গতকাল রোববার পর্যন্ত ঈদের উৎসব ভাতা পায়নি। ফলে এসব শিক্ষক কর্মচারীর পরিবারের প্রায় ১০ হাজার সদস্যের মাঝে ঈদ আনন্দের বদলে বইছে বিষাদের হাওয়া। আর্থিক সংকটের কবলে পড়ে নতুন জামা কাপড় শাড়ি কেনা তো দূরের কথা, সেমাই চালও কেনা দুষ্কর হয়ে পড়েছে অনেকের পক্ষে। উপজেলার পাঁচ ইউনিয়ন ও পৌর এলাকায় ৬৩টি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে মাধ্যমিক স্কুল ৩৮টি, স্কুল ও কলেজ ৯টি ও ১৮টি দাখিল ও ভোকেশনাল মাদ্রাসা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, প্রতি বছর বেতন ভাতার টাকা মাসের ৭ তারিখের মধ্যে দেয়া হয়। অথচ গত মে মাসের বেতন ভাতার টাকা মিলেছে ২২ জুন। সারা মাস ধরে দেনা করে শিক্ষক কর্মচারীরা সংসার চালান। নির্দিষ্ট সময়ের ১৫ দিন পর বেতন ভাতা মেলায় বিপাকে পড়েন তারা। নির্ধারিত সময়ে পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করতে না পারায় অনেকে হেনস্তা হয়েছেন পাওনাদারের হাতে। এদিকে উৎসব ভাতা না মেলায় এসব শিক্ষক কর্মচারীদের মাথায় বজ্রাঘাত পড়েছে। তাদের পরিবারে ঈদ আনন্দ মিইয়ে গেছে। এ ব্যাপারে সৈয়দপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম না পাওয়ার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ব্যাংকে সময়মত অর্থ প্রদান না করায় বোনাস প্রাপ্তিতে বিপত্তি ঘটেছে। এতে সহস্রাধিক শিক্ষক বেতন ভাতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তিনি আরও জানান, তার দুই ছেলে, স্বামী-স্ত্রী ও কাজের মানুষ মিলে পাঁচজনের সংসার। আছে নিকটতম আত্মীয়। প্রতি বছর উৎসব ভাতার টাকা দিয়ে ঈদের খরচ মেটানো হয়। কিন্তু এ বছর উৎসব ভাতা না মেলায় নতুন কাপড় কেনা তো দূরের কথা সুতা পর্যন্ত কেনা সম্ভব হয়নি। সেমাই, চিনিও কেনার অর্থ হাতে নেই তার। এমন অবস্থা সকল শিক্ষক কর্মচারীদের বলে তিনি জানান। এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাকেরিনা বেগম বোনাস প্রাপ্তি না হওয়ার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, তার জানা মতে ব্যাংকে বোনাসের অর্থ বরাদ্দ না আসায় এমনটি ঘটেছে।